



সূচিপত্র

পৃথিবীর সবকিছু আমাদের জন্য বানানো হয়েছে [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯]	১১
এটা ছিল এক ভীষণ কঠিন পরীক্ষা [সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৯]	২৪
যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে ভাগ করেছিলাম [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫০-৫২]	৩০
তিনি বারবার ক্ষমা করেন [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৩-৫৪]	৩৬
আল্লাহকে সূচক্ষে না দেখে বিশ্বাস করব না [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৫]	৪৩
যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৬]	৫০
পবিত্র রিজিক থেকে আহার করো [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৭]	৫৫
কারণ তারা অবাধ্যতা করত [সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৯]	৬৬
উৎসারিত হলো বারোটি ঝরনা [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬০]	৭১
একই খাবার আর খাব না [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬১, পর্ব ১]	৭৯
চলে যাও এখান থেকে [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬১, পর্ব ২]	৮৫
রবের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬২]	৯০
তুর পাহাড়কে তোমাদের ওপর তুলে ধরেছিলাম [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৩]	১০২
এত কিছুর পরও তোমরা ফিরে গেলে [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৪-৬৬]	১১২
তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৭]	১২৩

তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা করো [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৮-৭১]	১৩৩
মানবহত্যার দায় [সূরা বাকারা, আয়াত : ৭২-৭৩]	১৪০
তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায় [সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪]	১৪৫
তারা আল্লাহর বাণী শুনে তা পরিবর্তন করে দিত [সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৫-৭৬]	১৪৯





পৃথিবীর সবকিছু আমাদের জন্য বানানো হয়েছে

[সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯]

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবকিছু তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।
তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আকাশের প্রতি এবং সেগুলোকে সুবিন্যস্ত
করেন সাতটি আকাশে। তিনি সবকিছু ভালোভাবে জানেন।^[১]

নাস্তিকরা প্রশ্ন করে—পৃথিবী যদি সত্যিই মানুষের জন্য বানানো হতো, তাহলে
এখানে তেলাপোকা, মশা-মাছি, সাপ, বাঘ, কুমির এত সব ভয়ংকর প্রাণী কেন?
পৃথিবীর ৭০ % জায়গায় সমুদ্রের পানি; তাও আবার পান করা যায় না এমন নোনা
পানি কেন? পৃথিবীতে অল্প যা ভূমি আছে, তার আবার ২৭ % বসবাসের অযোগ্য
পাহাড়পর্বত কেন? কেন আমাদের থাকার জন্য পুরো পৃথিবী সমতল ভূমি হলো
না? সত্যিই যদি কোনো করুণাময় সৃষ্টিকর্তা থাকেন, তাহলে প্রতি বছর ভূমিকম্প
হয় কেন? পৃথিবী দেখে তো মনে হয় না, এটা আসলে মানুষের জন্য বানানো
হয়েছে; বরং মনে হয়, মানুষ নানাভাবে সংগ্রাম করে পৃথিবীতে টিকে আছে।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯

আসুন দেখি, কীভাবে পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য বানানো হয়েছে। বিশেষ করে পৃথিবী নামক গ্রহটি কী অসাধারণভাবে মানবপ্রাণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত করে বানানো হয়েছে, তা আমাদের সকলের জন্য উচিত। এগুলো না জানার কারণে মানুষ এ ধরনের অবাস্তব প্রশ্ন করে। আল্লাহর পরিকল্পনা যে কত নিখুঁত, তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

এত সব কুৎসিত প্রাণীর কী দরকার?

আপনার মনে হতে পারে, তেলাপোকার কী দরকার ছিল? এরকম একটা কুৎসিত প্রাণী না বানাতে হতো না?

ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর শ্রীনি একজন বিশ্বখ্যাত তেলাপোকা-বিশেষজ্ঞ। তিনি আবিষ্কার করেন, বেশিরভাগ তেলাপোকা পচন ধরা জিনিসপত্র খায়, যা নাইট্রোজেন আটকিয়ে রাখে। যদি তেলাপোকা এগুলো না খেয়ে মলের সাথে মাটিতে নাইট্রোজেন ছেড়ে না দিত, তাহলে পৃথিবীর নাইট্রোজেন চক্রে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেনের প্রবাহ ব্যাহত হতো, যা বনের গাছপালার জন্য হতো বিরাট ক্ষতির কারণ।^[১]

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন অক্সিজেন দরকার, সেরকম নাইট্রোজেনও দরকার। কারণ নাইট্রোজেন প্রোটিন তৈরির জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রোটিন না হলে কোনো প্রাণ বেঁচে থাকতে পারবে না। তেলাপোকা আছে দেখেই আজকে পৃথিবীতে এত প্রাণ টিকে আছে, বন-জঙ্গলে এত গাছপালা বেঁচে আছে, আমরা ফুসফুস ভরে শ্বাস নিতে পারছি।

শুধু তা-ই নয়, তেলাপোকা আঠা, চর্বি, সাবান, চামড়া, চুল ইত্যাদি এমন কিছু নেই যা খায় না। আল্লাহ আমাদেরকে ২০০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে, সেই ডাইনোসরদের সময় থেকে, তেলাপোকার মতো একটি টেকসই প্রাণী দিয়ে রেখেছেন, প্রতিদিন প্রকৃতি থেকে মৃত উদ্ভিদ, মৃত প্রাণী, ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করার জন্য; প্রকৃতিতে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন চক্র ঠিক রাখার জন্য, গাছপালা টিকে থাকার জন্য।^[২]

[১] What If There Were No Cockroaches? Biologists Weigh In. (2012). HuffPost. Retrieved 28 April 2018, from https://www.huffingtonpost.com/2012/06/21/cockroaches-good-environment-nitrogen-cycle_n_1614913.html

[২] 10 Fascinating Facts About Cockroaches. (2018). ThoughtCo. Retrieved 28 April 2018, from <https://www.thoughtco.com/fascinating-facts-about-cockroaches-1968524>

তেলাপোকা না থাকলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হতো। নাইট্রোজেনের ভারসাম্য ঠিক না থাকলে পৃথিবীতে এত প্রাণের বিকাশ হতো না। একবার আগুন লাগলে তা চারদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যেত।

তাহলে সাপ, কেঁচো, বিছা—এসব বিকট, নোংরা প্রাণীর কী দরকার ছিল?

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী এক বা একাধিক প্রাণী এবং গাছপালার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। কোনো একটি প্রজাতির প্রাণী যদি না থাকত, তাহলে তার ওপর নির্ভরশীল প্রাণীগুলো বেঁচে থাকত না।

যদি ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, নানা ধরনের ছোট পোকা না থাকত, তাহলে মরা গাছপালা আর মৃত পশুপাখি দিয়ে ভরে যেত বন-জঙ্গল। যেগুলো পচতে না পেরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমে চারপাশ ভরে যেত। ফলে সেগুলো থেকে নাইট্রোজেন-সহ অনেক প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ মাটিতে আর বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হতে পারত না। একসময় শেষ হয়ে যেত নতুন গাছপালা জন্মানোর প্রয়োজনীয় জৈব পুষ্টি।

একইভাবে যদি বিছা না থাকত, তাহলে ফাঙ্গাস আর ব্যাকটেরিয়া দিয়ে পৃথিবী ভরে যেত। একসময় তারা শুধু মৃত প্রাণী খেয়েই ক্ষান্ত হতো না, জীবিত প্রাণীও খাওয়া শুরু করত। যদি বিছা খাওয়ার মতো পাখি না থাকত, তাহলে বিছা দিয়ে সারা পৃথিবী কিলবিল করত। যদি সেই পাখিকে খাওয়ার মতো বড় পাখি, ঈগল, শিয়াল ইত্যাদি না থাকত, তাহলে সেসব ছোট পাখি দিয়ে পৃথিবী ভরে যেত, শস্যখেতগুলো ধ্বংস হয়ে যেত, নষ্ট হয়ে যেত প্রাণিজগতের ভারসাম্য।

একই সাথে ক্ষতিকর প্রাণীগুলো আমাদের দেখিয়ে দেয়, আমরা কত দুর্বল। একটা নগণ্য মশার কাছেই আমরা পরাজিত। মশা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ মারা যায়। আমাদের এত প্রযুক্তি, শক্তিশালী যন্ত্রপাতি, উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান, কিন্তু তারপরেও কুকুরের কামড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। একজন কোটিপতিও পারবে না অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র ভাইরাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে।

এভাবে এসব ক্ষুদ্র প্রাণী আমাদের জন্য শিক্ষার উপাদান তৈরি করে। যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচার ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, ঔদ্ধত্য ও দান্তিকতায় অন্ধ হয়ে থাকতে চায়, এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের অহমিকা গুঁড়িয়ে দেন।

এত প্রাণীর কী দরকার, অল্প কিছু প্রাণী থাকলে হতো না?

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, পৃথিবীতে এত লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণীর কী দরকার? মানুষের খাওয়ার জন্য কিছু প্রজাতির হাজার খানেক প্রাণী থাকলে কি হতো না? পৃথিবী যদি

সত্যি মানুষের জন্যই বানানো হতো, তাহলে এখানে কেবল নিরীহ কিছু গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি থাকত। এত সব ‘অপ্রয়োজনীয়’ প্রজাতির প্রাণীর কী দরকার?

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবীতে স্থলে ৬৫ লক্ষ প্রজাতি এবং জলে ২২ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী বাস করে। ধারণা করা হয়, এর মধ্যে ৮৬% স্থলের প্রাণী এবং ৯১% জলের প্রাণী এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।^[১] এর মানে দাঁড়ায়, আমরা প্রাণিজগৎ সম্পর্কে এখনো বলতে গেলে কিছুই জানি না। তাই যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুব অল্প, তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করাটা মূর্খতার লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

তোমাদের খুব সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।^[২]

প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণী কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। যেমন, সমুদ্রের ওপরের স্তরে এক ধরনের অতিক্ষুদ্র প্রাণী থাকে, যাদেরকে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বলা হয়। এরা সমুদ্রের হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণীর মূল খাদ্য। এরা না থাকলে সমুদ্র ফাঁকা হয়ে যেত। শুধু তা-ই নয়, এরাই বায়ুমণ্ডলে অর্ধেক অক্সিজেন সরবরাহ করে। বাকি অর্ধেক অক্সিজেন আসে গাছপালা থেকে। এছাড়া এরাই সমুদ্র থেকে বেশিরভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড সরিয়ে ফেলে।^[৩]

এদের সংখ্যা যদি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়, তাহলে আবহাওয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর বেশিরভাগ উন্নত প্রাণী।

এখন এদের বেঁচে থাকার জন্য এবং অক্সিজেন তৈরি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সমুদ্রের পানিতে দ্রবণীয় করে ফেলার জন্য দরকার বিপুল পরিমাণ দ্রবণীয় আয়রন, যা সমুদ্রের পানিতে থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই বিপুল পরিমাণ আয়রন কোথা থেকে আসে?

সমুদ্রের এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীর সেবায় রয়েছে প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় প্রাণী, তিমি। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, দক্ষিণ মহাসাগরগুলোতে ঘুরে বেড়ানো

[১] How many species on Earth? About 8.7 million, new estimate says. (2018). ScienceDaily. Retrieved 28 April 2018, from <https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823180459.htm>

[২] সূরা ইসরা, আয়াত : ৮৫

[৩] Society, N. (2014). Plankton Revealed. National Geographic Society. Retrieved 28 April 2018, from <https://www.nationalgeographic.org/media/plankton-revealed/>

১২ হাজার তিমি তাদের মল দিয়ে প্রতি বছর সমুদ্রে ৫৫ টন দ্রবণীয় আয়রন সরবরাহ করে।^[১] এই আয়রন ব্যবহার করে ফাইটোপ্লাঙ্কটন সালোক-সংশ্লেষণের^[২] মাধ্যমে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডল থেকে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন কার্বন সরিয়ে ফেলে।

গত কয়েক দশকে নির্বিচারে তিমি শিকার করার কারণে ফাইটোপ্লাঙ্কটনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। যার ফলে সমুদ্রের ওপরে ও গভীরে ছোট মাছ, বড় স্কুইডের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এ কারণে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে ২২ লক্ষ টন বেশি কার্বন থেকে যাচ্ছে। একদিকে আমরা লাগামহীনভাবে জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছি, অন্যদিকে নির্বিচারে তিমি মেরে সেই বাড়তি কার্বন সরিয়ে ফেলার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাও ধ্বংস করছি।^[৩]

আল্লাহ আমাদের তিমি দিয়েছেন, যাতে করে আমরা লাগামহীনভাবে জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের সর্বনাশ করার পরেও পৃথিবীতে অনেক যুগ পর্যন্ত শ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল থাকে।

তবে আজ জলে ও স্থলে প্রাকৃতিক যে বিপর্যয়, যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর জন্য মানুষই দায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ...^(৪)

জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, সেসব মানুষের হাতের কামাই।^[৪]

এত বিশাল সমুদ্রের কী দরকার? সমুদ্রের পানি পানের যোগ্য না কেন?

নাস্তিকদের আরেকটি অভিযোগ হলো, যদি সত্যিই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্য বানানো হতো, তাহলে সমুদ্রের পানি পানের যোগ্য হতো। পৃথিবীর এত বিপুল জলসম্ভার

[১] Whale poop is vital to ocean's carbon cycle. (2018). New Scientist. Retrieved 28 April 2018, from <https://www.newscientist.com/article/dn18807-whale-poop-is-vital-to-oceans-carbon-cycle>

[২] সালোক-সংশ্লেষণ : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, তাকে সালোক-সংশ্লেষণ বলে।

[৩] Thank God for Whales (2018). Reasons.org. Retrieved 28 April 2018, from <http://www.reasons.org/articles/thank-god-for-whales>

[৪] সূরা রুম, আয়াত : ৪১

নোনা থাকত না। আমাদের চারপাশে এত বিশাল সব সমুদ্রে এত পানি, কিন্তু আমরা তার কিছুই পান করতে পারি না। তাহলে কীভাবে পৃথিবী মানুষের জন্য বানানো হলো?

প্রথমত, পানের যোগ্য পানি ঘুরেফিরে বেশিরভাগই আসে সমুদ্র থেকে। সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে মেঘ হয়, তারপর সেই মেঘের বিশুদ্ধ পানি একসময় বৃষ্টি হয়ে নদীনালা, খালবিলের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে।

দ্বিতীয়ত, বিশাল সমুদ্রের পানির কাজ হচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। পানির একটি বড় গুণ, পানি অনেক তাপ শোষণ করতে পারে এবং অনেকক্ষণ তাপ ধরে রাখতে পারে। এ কারণেই গাড়ির ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখার জন্য পানি ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের পানি পৃথিবীর বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে, যেখানে প্রখর রোদ পড়ে, সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ তাপ শুষে নিয়ে সেখানকার তাপমাত্রা মাত্রাতিরিক্ত বেশি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

পৃথিবী সবসময় ঘোরার কারণে এই গরম পানির স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়; বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে ক্রমাগত তাপ সরিয়ে নেয়। ফলে সেসব জায়গার তাপমাত্রা থাকে সহনীয়। একই সাথে গরম পানির স্রোতগুলো উত্তর-দক্ষিণের অত্যন্ত ঠান্ডা অঞ্চলগুলোতে তাপ সরবরাহ করে, তাপমাত্রা বেশি নিচে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও পানি যেহেতু মাটি থেকে বেশি তাপ ধরে রাখতে পারে, তাই এটি ঠান্ডা অঞ্চলগুলোকে সূর্যের তাপ প্রতিফলন হয়ে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং মাটি থেকে ধরে রাখে অনেক বেশি তাপ।^[১]

তৃতীয়ত, সমুদ্রের নোনা পানিতে শুধু লবণই নয়, বহু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এ কারণে সমুদ্রের পানিতে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে তা সরিয়ে ফেলে। আমরা জ্বালানি পুড়িয়ে যে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করি, তার একটা বিরাট অংশ সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এছাড়াও সমুদ্রের পানি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে সমুদ্রের সহস্র প্রজাতির প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য—যারা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক।^[২]

আল্লাহ তাআলা আমাদের বিশাল সমুদ্র এবং তাতে নোনা পানি দিয়েছেন, যেন সমুদ্রগুলো পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, জলের প্রাণীদের বসবাসের ব্যবস্থা

[১] *Here's the story title yet again.* (2018). Oceanservice.noaa.gov. Retrieved 28 April 2018, from https://oceanservice.noaa.gov/education/pd/oceans_weather_climate/ocean_basics.html

[২] *Ocean Carbon Uptake.* (2018). Pmel.noaa.gov. Retrieved 28 April 2018, from <https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Ocean+Carbon+Uptake>